বাংলাদেশ এসোসিয়েশন ফর সাসটেইনাবল ডেভেলপমেন্ট (বিএএসডি)

বার্ষিক প্রতিবেদন

১ জুলাই, ২০২০ - ৩০ জুন, ২০২১

১১০ মনিপুরীপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫

ফোন: ৯১০২৩২৬, মোবাইল: ০১৭১৩৪৫১৮৪৯

Web site: basd-bd.org, Facebook: Basd Ngo

ই-মেইল: basdbd91@gmail.com, bsgomes52@gmail.com

বিএএসডি এর বার্ষিক প্রতিবেদন

ভূমিকাঃ
বাংলাদেশ এসোসিয়েশন ফর সাসটেইনাবল ডেভেলপমেন্ট (বিএএসডি) দরিদ্র ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগণের সামাজিক, শিক্ষা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে এবং মানুষের কষ্ট, দরিদ্রতা, অন্যায় অত্যাচার প্রতিরোধ করার জন্য ১লা জুলাই, ১৯৯১ সালে যাত্রা শুরু করে। বিএএসডি, সমাজ সেবা অধিদপ্তর (নিবন্ধন নং: ঢ-০৩২২১, তারিখ:১৪/১২/৯৪), মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি (নিবন্ধন নং: এমআরএ, ০৫৫১৮-০৪৪২৬-০০৪৩১, তারিখ:২২/০৭/২০০৯) ও এনজিও বিষয়ক ব্যুরো (নিবন্ধন নং: ৮৮৬, তারিখ: ০৯/০১/১৯৯৫) এর নিবন্ধনভুক্ত। সংস্থার কার্য এলাকা হচ্ছে:- (১) ঢাকা জেলা, (২) নারায়নগঞ্জ জেলা, (৩) গাজীপুর জেলা, (৪) সুনামগঞ্জ জেলা, (৫) মৌলভিবাজার জেলা, (৬) খুলনা জেলা ও (৭) বাগেরহাট জেলা। কার্যক্রমের মধ্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, দক্ষতা উন্নয়ন, টেকসই কৃষি/পারমাকালচার, পরিবেশ সম্মত গ্রাম/ইকো ভিলেজ ডিজাইন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, জলবায়ু পরিবর্তন, ক্ষুদ্র ঋণ, ত্রাণ ও পুণর্বাসন, দেশী-বিদেশী, সরকারি-বেসরকারি সংস্থার সাথে নেটওয়ার্কিং এর মধ্য দিয়ে সফলভাবে কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া।

বিএএসডির ভিশনঃ
বিএএসডি সমাজ রূপান্তরের ক্ষেত্রে এমন প্রত্যাশা করে যেখানে সকলেই মানবিক মর্যাদাসহ জীবনের পূর্ণতা ভোগ করতে পারবে।

বিএএসডির মিশনঃ
বিএএসডি একটি যোগ্য, কার্যকরী এবং শিক্ষামূলক সংস্থা হিসাবে কাজ করার লক্ষ্যে কাজ করে থাকে, যার মাধ্যমে সমাজ থেকে দারিদ্র্য দূর করতে পারবে এবং নিগৃহীত ও দু:স্থ মানুষকে শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক সাহায্য দিয়ে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সহায়তা করতে পারবে।

বিএএসডি পরিচালনা পর্ষদঃ

কার্যকরী পরিষদঃ

ক্র. নং	নাম	পদবী
১.	মি. চন্দন জেড গমেজ	সভাপতি
২.	মিসেস নূরজাহান বেগম	সহ-সভাপতি
৩.	মি. বনিফেস এস. গমেজ	সাধারণ সম্পাদক
৪.	মিসেস অলকা হালদার	কোষাধ্যক্ষ
৫.	মি. রিচমন্ড এস. জয়ধর	সহ- সাধারণ সম্পাদক
৬.	মি. সুবাস চন্দ্র হালদার	সদস্য
৭.	মি. মিলন লুইস গমেজ	সদস্য
৮.	মিসেস লাকী জি. গমেজ	সদস্য
৯.	মি. স্টিফেন পি. সিংহ	সদস্য

সাধারণ পরিষদঃ

১.	মি. ফেলিক্স এস. গমেজ
২.	মিস সারা শ্রাবনী দাস
৩.	মিসেস কেকা অধিকারী
৪.	ফা. জেম্স কে. রোজারিও
৫.	রেভা বায়রণ পি. বনিক
৬.	মি. অমল এ. গমেজ
৭.	মিসেস নাজরানা ইয়াসমিন
৮.	মি. মাইকেল দে
৯.	মিসেস ছন্দা রাণী শীল

১০.	মি. প্যাট্রিক এ. রড্রিক্স
১১.	ফা. ইগ্নেসিয়াস গমেজ
১২.	মিস জ্যোতি হালদার
১৩.	মিসেস সান্তনা মমতাজ
১৪.	মিসেস এলিজাবেথ হালদার
১৫.	ড. রেভা. প্রিন্স বাড়ৈ

উপদেষ্টা পরিষদঃ

ক্র. নং	নাম
১.	ড. টমাস কস্তা
২.	অ্যাড. এডমন্ড গমেজ
৩.	মি. এম. এম. রহমত উল্লাহ
৪.	মি. লুইস এম. বৈরাগী
৫.	মিসেস বার্থা গীতি বাড়ৈ
৬.	মিসেস অমরিতা রোজারিও
৭.	মি. ফরহাদ আহমেদ আকন্দ পম্পি

বিএএসডি এর ২ ধরণের কাযক্রম রয়েছে, যথা- ক) দাতাগোষ্ঠীর অর্থায়নে পরিচালিত প্রকল্প ও খ) ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম

ক) দাতাগোষ্ঠীর অর্থায়নে পরিচালিত প্রকল্পসমূহঃ

৩ টি দাতা সংস্থার আর্থিক সহায়তায় বিএএসডি ২০২০-২১ সালে মোট= ৭ টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। নিম্নে প্রকল্পগুলির তথ্য তুলে ধরা হল:

১। প্রকল্পঃ Capacity Enhancement and Resource Integration for Area Resilience (CERIAR-4)

ঠিকানা: চিলা ও চাঁদপাই ইউনিয়ন, মোংলা পৌরসভার ৯টি ওয়ার্ড, মোংলা, বাগেরহাট

দাতাগোষ্ঠী: **Tearfund** Australia

মেয়াদ: ১ জুলাই, ২০২০ - ৩০ জুন, ২০২১ পর্যন্ত

কর্মী: পুরুষ: ৬, মহিলা: ১, মোট= ৭ জন

উপকারভোগী: শিশু: ৩৩১০, মহিলা: ১৯৩০, পুরুষ: ১৯০৫, মোট= ৭১৪৫ জন

উদ্দেশ্যসমূহঃ

বিএএসডি টিয়ারফান্ড অস্ট্রেলিয়া এর আর্থিক সহযোগিতায় ২০০৫ সালে বাগেরহাট জেলার মোংলা পৌরসভা এলাকায় কার্যক্রম শুরু করে। ২০১২ সালের জুলাই মাসে চিলা ও চাঁদপাই ইউনিয়ন দু'টিকে কর্ম এলাকা হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করে। এলাকার জনগণের মূল পেশা হলো চিংড়ি ও মাছ, কাকড়া ও সবজি চাষ ও মধু সংগ্রহ করা। প্রকল্পের উদ্দেশ্য সমূহ হলো:

- শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, পরিকল্পনা, অভিজ্ঞতা অর্জনের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সংগঠন ও স্বনির্ভর সংগঠনের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও ফেইজ ওভার করা।
- বিভিন্ন দক্ষতা ভিত্তিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সংগঠনের সদস্য, নেত্রীবৃন্দদের জীবিকার উন্নয়ন করা।
- দুর্যোগ ও জলবায়ু পরির্তনের ঝুঁকি হ্রাসকরণের জন্য সংগঠনের সদস্যদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দেয়া।
- শিশুদের মানসিক ও সামাজিক নিরাপত্তার জন্য শিশু ক্লাব উন্নয়ন ও ফেইজ ওভার করা।

কার্যক্রম	পরিমাণ
কেন্দ্রীয় সংগঠনের অফিস ঘর উন্নয়নের জন্য আংশিক আর্থিক সহায়তা প্রদান	১ টি ঘরে ৭২,২০০ টাকা দেওয়া হয়েছে
নারী দিবস, শিশু দিবস, সমবায় দিবস ও মানবাধিকার দিবস উদ্‌যাপন করা	৪টি/১০৮ জন
দলের হিসাব নিরীক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং নিরীক্ষা দল গঠন	২১ জন/৩দিন
ক্ষুদ্র ব্যবসা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা	১৯ জন/২দিন
সমন্বিত জৈব কৃষি খামার তৈরীতে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা	১টি খামার

শিশু অধিকার, সুরক্ষা, নৈতিকতা ও মুল্যবোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা	২২ জন/২দিন
শিশুদের সামাজিক দায়িত্ব, শিশু সাংবাদিকতা এবং জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা	১৬ জন/১দিন
শিশুদের জীবন দক্ষতা শিক্ষা প্রদান করা (যৌতুক ও বাল্যবিবাহ, নিরাপদ পায়খানা, ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য, শিশু অধিকার, দুর্যোগ প্রস্তুত, সামাজিক নিরাপত্তা ও জলবায়ু পরিবর্তন)	২টি/৪৭ জন
শিশুদের জন্য বিতর্ক, রচনা লেখা, ছবি আঁকা বিষয়ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা	২টি/৪২জন
জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপখাওয়ানো এবং কার্যক্রম গ্রহণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা	১৮ জন/১ দিন
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও প্রস্তুতি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা	১৭ জন/২ দিন
সামাজিক বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য পোষ্টার প্রদর্শন করা	৩০০টি
হাঁস-মুরগি পালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা	১৯জন/৩দিন
মাছ ও কাঁকড়া চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা	১৮জন/৩দিন
জৈব সবজি বাগান বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান ও কেঁচো সার, তরল সার, মাছের টনিক ও প্রাকৃতিক বালাইনাশক বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান	৫৪জন/৪দিন
লবণাক্ত মাটির সাথে খাপ খাওয়ানো এবং চাষাবাদ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা	২৯ জন/২দিন
জৈব সবজি উৎপাদনের প্রদর্শনী কেন্দ্র তৈরি করা	২০টি
COVID-19 থেকে রক্ষার জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করা	১৮/১দিন
COVID-19 থেকে রক্ষার জন্য হাত ধোয়ার জন্য ডেটল সাবান দেওয়া	১২০০টি/৬০০ পরিবার
COVID-19 এর জন্য **Mask, PPE, Goggles, Face Shield, Hand Gloves** প্রদান করা	১৫ সেট/১৫জন
COVID-19 থেকে রক্ষার জন্য পুষ্টির চাহিদা পূরণ করতে সবজি বীজ বিতরণ করা	৪০০ পরিবার/প্রতি পরিবার ১৫০ টাকার বীজ পেয়েছে
দরিদ্রদের মাঝে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা	১০জন/প্রতিজন ৫০০০ টাকা
দরিদ্রদের আর্থিক উন্নয়নের জন্য হাঁসের বাচ্চা প্রদান করা	১২০০টি/৬০০ পরিবার

পিছিয়ে পড়া নারী সমাজের উদ্যোগ

মোংলায় করোনার সংক্রমনের প্রভাবে জনজীবন বিপর্যস্থ হয়ে পরেছে। করোনা প্রতিকারে মাক্স ও সেনিটাইজার এর বিকল্প নাই কিন্তু মাক্স ও সেনিটাইজারের দাম বাজারে এত বেশি যে দরিদ্র মানুষের পক্ষ্যে তা ক্রয় করে ব্যবহার করা মোটেও সম্ভব নয়। তাই স্থানীয় পর্যায়ে এই মাক্স ও সেনিটাইজার উৎপাদন করতে পারলে এর উৎপাদন ব্যয় অনেক কম হয় এবং নিম্ন আয়ের জনগণের জন্য তা হয় সহজলভ্য। এই উদ্দেশ্যে টিয়ার ফান্ড অস্ট্রেলিয়ার আর্থিক সহযোগিতায় বিএএসডি এর **'Capacity Enhancement and Resource Integration for Area Resilience (CERIAR-4)'** প্রকল্পের মাধ্যমে পিছিয়ে পড়া নারীদের মাক্স ও সেনিটাইজার তৈরির প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়, যাতে নিম্ন আয়ের লোকদের জন্য কোভিড-১৯ প্রতিকারের উপকরণ পাওয়া সহজলভ্য হয়।

বিএএসডি সেরিয়ার প্রকল্পের স্ব-নির্ভর দলের কেন্দ্রীয় সংগঠন যা 'স্ব-নির্ভর সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিমিটেড' নামে প্রতিষ্ঠিত, তার সদস্যবৃন্দ মাক্স ও সেনিটাইজার তৈরি করে। তারা ৩০০ বোতল হ্যান্ড সেনিটাইজার ও ৫০০০ পিছ কাপড়ের মাক্স তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। কাপড়ের তৈরি ৩ টি অংশের দ্বারা তৈরি মাক্স ছিল অত্যন্ত মান সম্মত ও কেটসই, যা বারবার ধোয়ার পরও নষ্ট হবে না। এই মাক্সের গুণগত মান বিষয়ে মোংলা উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সুশীল সমাজের ব্যক্তিবর্গ খুবই প্রশংসা করেন।

এই সকল মাস্ক তৈরীর বিষয় জানতে পেরে ছুটে আসেন জনাব কমলেশ মজুমদার, মোংলা উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং তাদের এই সময়োপযোগী ও অসাধারণ সেবার উদ্যোগকে স্বাগত জানান। শুধু তাই নয়, যারা মাস্ক তৈরী করেছেন তাদের ১০ জনকে ৫০০০ টাকা উপহার দেন।

২। প্রকল্প: **"Mongla COVID-19 Response and Prevention Project"**

ঠিকানা: চিলা ও চাঁদপাই ইউনিয়ন, মোংলা পৌরসভার ৯টি ওয়ার্ড, মোংলা, বাগেরহাট

দাতাগোষ্ঠী: Tearfund Australia

মেয়াদ: ১ মে ২০২১ থেকে ৩১ আগষ্ট ২০২১

উপকারভোগী: মহিলা: ৫২৯৩ জন, পুরুষ: ৫০৮৫ জন, মোট= ১০৩৭৮ জন

উদ্দেশ্য: জনগণকে কোভিড-১৯ থেকে জনগণকে রক্ষা করা।

কার্যক্রম	**পরিমাণ**
COVID-19 সম্পের্কে সচেনতা, প্রতিরোধ এবং চর্চা বিষয়ক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা	২৭ জন কর্মী, নেটওয়ার্কের নেত্রীবৃন্দ/২ দিন
Mask, Hand globes, PPE প্রস্তুত বিষয়ক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা এবং প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের কাজ শুরু করার জন্য আর্থিক সহায়তা করা	১১ জন শিক্ষিত ও দরিদ্র যুবতি/ নারী/১২দিন/প্রতি জন ৪৫৫০ টাকা
কর্মীদের জন্য Mask, Hand globes, PPE, Sanitizer ও bags প্রদান	৮ জন কর্মী
মাইকিং, গান ও লিফলেট বিতরণের মাধ্যমে করোনা ভাইরাস সম্পের্কে সচেতন করা	৫২২১ জনগন
করোনা কালীন দুঃসময়ে পরিবারের পুষ্টি উন্নয়ন ও আর্থিক লাভের জন্য সবজী বীজ বিতরন করা	২৪৯৬ দরিদ্র পরিবার
নেটওয়ার্কের সদস্যদের জন্য Mask, Hand globes ও Sanitizer প্রদান করা	১২৫০ সদস্য
সন্দেহজনক/দরিদ্র করোনা রোগীদের জন্য যাতায়াত, ঔষধ, খাদ্য এবং পুষ্টির জন্য সহায়তা দান করা	৮৯ জন
শিশু ক্লাব সদস্যদের COVID-19 টিকা নিবন্ধন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা	১২ জন/২দিন

৩। প্রকল্প: **"Quick Assistance for the Chilla and Chandpai Cyclone Yaas Affected People"**

ঠিকানা: চিলা ও চাঁদপাই ইউনিয়ন, মোংলা পৌরসভার ৯টি ওয়ার্ড, মোংলা, বাগেরহাট

দাতাগোষ্ঠী: Tearfund Australia

মেয়াদ: ১ জুন ২০২১ থেকে ৩১ জুলাই ২০২১

উপকারভোগী: শিশু: ২৪০ জন, মহিলা: ২৬০৬ জন, পুরুষ: ২৪৬৬ জন, মোট= ৫৩১২ জন

উদ্দেশ্য: সাইক্লোন ইয়াসের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের পানীয় জল ও খাদ্যের ব্যবস্থা করা।

কার্যক্রম	পরিমাণ
চাল, আলু, ডাল, লবণ, পেয়াঁজ,তেল প্রদান করা	৪১৪ জন
ORS ও পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট প্রদান করা	৪০০ জন
পানীয় জল বিতরণ করা	৪০০ জন
শিশু খাদ্য (গুঁড়া দুধ, বিস্কুট ডিম) বিতরণ করা	২৪০ জন

৪। প্রকল্প: **Grant for Covid-19 Response**

ঠিকানা: গ্রাম: ধোপাদি এবং ঘোলেরখাল, ইউনিয়ন: কৈলাশগঞ্জ, উপজেলা: দাকোপ, জেলা: খুলনা

দাতাগোষ্ঠী: Microkrediet Voor Moeders

মেয়াদ:১ জুলাই, ২০২০ থেকে ৩১ জুলাই ২০২০

উপকারভোগী: মহিলা: ৩১৫, মোট= ৩১৫ জন

উদ্দেশ্য: কোভিড-১৯ থেকে জনগণকে রক্ষা করা।

কার্যক্রম	পরিমাণ
Mask বিতরণ করা	৫৪০ টি/৫৪ জন (প্রতি জন ১০ টি করে)
হাত ধোয়ার সাবান বিতরণ করা	৫৪০ টি/৫৪ জন (প্রতি জন ১০ টি করে)
সবজি বীজ বিতরণ করা	৫০ জন (প্রতি জন ১৬২ টাকার বীজ পেয়েছে)
PPE বিতরণ করা	৪ টি/৪ জন

৫। **প্রকল্প: “Immediate COVID-19 Support”**

ঠিকানা: ইউনিয়ন: লাউডোব, উপজেলা: দাকোপ, জেলা: খুলনা

দাতাগোষ্ঠী: Microkrediet Voor Moeders

মেয়াদ: ১ মে ২০২১ থেকে ৩০ জুন ২০২১

উপকারভোগী: মহিলা: ১১০০, মোট=১১০০ জন

উদ্দেশ্য: কোভিড-১৯ থেকে জনগণকে রক্ষা করা।

কার্যক্রম	পরিমাণ
হাত ধোয়ার সাবান বিতরণ করা	১০০ জন/৪০০ টি
Mask বিতরণ করা	১০০ জন
Head Scabs বিতরণ করা	৫০ জন/৫০ টি
Hand Sanitizer বিতরণ করা	৫০ জন/৫০ টি
সবজি বীজ বিতরণ করা	১০০ পরিবার (২০০ গ্রাম করে প্রতিজন)
জৈব সার তৈরির জন্য কেঁচো বিতরণ	১০০ পরিবার

৬। **প্রকল্প: “Economic and Ecological Capacity Building for Vulnerable Women (EECBVM)”**

ঠিকানা: ইউনিয়ন: কৈলাশগঞ্জ, উপজেলা: দাকোপ, জেলা: খুলনা

দাতাগোষ্ঠী: Microkrediet Voor Moeders

মেয়াদ: ১ জুলাই, ২০২০ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২০

উপকারভোগী: মহিলা: ৪৪৮, মোট= ৪৪৮ জন

উদ্দেশ্য: প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দরিদ্র নারীদের সক্ষম করে ক্ষুদ্র ব্যবসা করার জন্য নগদ অর্থ বিতরণের মাধ্যমে তাদের আত্মনির্ভশীল করে তোলা।

কার্যক্রম	পরিমাণ
নেতৃত্ব, ব্যবস্থাপনা ও হিসাব বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান	১০ জন/২ দিন
গরু পালন ও মোটাতাজাকরণ এবং ছাগল পালন, মুরগি এবং মৎস্য চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা	২০ জন/২ দিন
বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, জৈব সার ও জৈব বাগান তৈরি প্রশিক্ষণ প্রদান করা	৩০ জন/২ দিন
প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত দরিদ্র মহিলাদের ক্ষুদ্র ব্যবসা করার জন্য নগদ অর্থ বিতরণ	৫২ জন, প্রতি জন ১০,০০০/- টাকা

এক নারীর সাফল্যের কথা

“Economic and Ecological Capacity Building for Vulnerable Women (EECBVM)” প্রকল্পের মাধ্যমে **৩০ জন জনকে** বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, জৈব সার ও জৈব বাগান তৈরি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে ১ জন হলেন, তাছলিমা বেগম, স্বামী: হাবিবুর হাওলাদার, কৈলাসগঞ্জ ইউনিয়নের হরিনটানা গ্রামের বাসিন্দা। তাসলিমা লোকমুখে শুনতে পায়, তার গ্রামে বিএএসডি ‘বেলী মহিলা সমিতি’ গঠিত হয়েছে, সেখানে প্রশিক্ষণ শেষে অর্থ প্রদান করা করা হচ্ছে। এই কথা শুনে, সেও ঐ সমিতির সদস্যপদ লাভ করে জৈব সবজি চাষের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ শেষে সমিতি থেকে ১০,০০০/-

গ্রহণ করেন। এই টাকা দিয়ে সে বিভিন্ন সবজি, যথা-লাউ, কুমড়া, আলু, বেগুন, টমেটো ফলান। এই সবজি দিয়ে পরিবারের চাহিদা মিটিয়ে অতিরিক্ত সবজি বাজারে বিক্রি করছে। পাশাপাশি তার স্বামী ভ্যান চালিয়ে আয় করছে। ২ জনের আয়ে তাদের সংসার ভালই চলছে। তারা বিএএসডি এবং দাতাগোষ্ঠীর নিকট কৃতজ্ঞ এই সহায়তার জন্য।

৭। **প্রকল্প: "Assistance for the Rohinga Refugees Community."**

ঠিকানা: ক্যাম্প নং: ৪, উপজেলা: উখিয়া, জেলা: কক্সবাজার

দাতাগোষ্ঠী: LUSH Limited

মেয়াদ: ১ মার্চ, ২০২০ থেকে ৩১ জুলাই, ২০২০ পর্যন্ত

কর্মী: পুরুষ: ২, স্বেচ্ছাসেবী= ৪ জন

উপকারভোগী: শিশু: ৩০০, মহিলা: ৫০০০, পুরুষ: ৫,৭০০ = ১১,০০০ জন

উদ্দেশ্য: মিয়ানমার থেকে বাংলাদেশে আগত বাস্তুচুত রোহিঙ্গারা বসবাসের ফলে পরিবেশের যে ক্ষতি হচ্ছে, তার দূর করা এবং তারা নিজেরা যেন নিজেদের খাদ্য উৎপাদন করতে পারে তার ব্যবস্থা করা।

কার্যক্রম	পরিমাণ
পারমাকালচার চর্চাকারীদের মাঝে সবজি বীজ বিতরণ করা	২০০ টাকার বীজ/৮০০ জন
Corona Virus থেকে রক্ষার জন্য জারী গানের মাধ্যমে মানুষকে সচেতন করা	৮০০ পরিবার/৮টি দল
ব্রশিউর বিতরণের মাধ্যমে Corona Virus সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করা	৩০০০ টি/৩০০০ জন
Corona Virus থেকে রক্ষার জন্য Mask ও Soap বিতরণ করা	৪,৮০০টি/৮০০ পরিবার
Corona Virus থেকে রক্ষার জন্য Sanitizer বিতরণ করা	১৬০০টি/৮০০ পরিবার
ক্যাম্পে প্রবেশের মুখে হাত ধোয়ার পদ্ধতি চালু করা	৫ সেট
Corona Virus থেকে রক্ষার জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা	২০ জন (কর্মী=২ জন, স্বেচ্ছাসেবী= ৪ জন এবং ক্যাম্পের মাঝি= ১৪ জন)
প্রকল্পের কার্যক্রম সংরক্ষণ করার জন্য ফলাফল ভিত্তিক ভিডিও তৈরি করা	১ টি
Corona Virus থেকে রক্ষার জন্য PPE, Mask, Sanitizer, Soap, Hand Globes, Towel বিতরণ করা	২০ সেট, ২০ জন (কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবী)

খ) ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম:

বিএএসডি এর কর্ম এলাকার অসহায়, দরিদ্র, উদ্যেমী, বিধবা, সুবিধা বঞ্চিত পুরুষ ও মহিলাদের একত্রিত করে সমিতি গঠনের মাধ্যমে তাদের সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং পরিবারের আয় বৃদ্ধির জন্য নিজের ও অন্যের কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং সমাজের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন করার লক্ষ্যে সহজ শর্তে ঋণ সহযোগিতা প্রদান করা হয়। এর ফলে এক দিকে নিজের অভাব বিমোচন করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, অন্যদিকে দেশ ও সমাজ থেকে দরিদ্রতা বিমোচন করার মতো অবদান রাখতে পারবে। এ বছর বৈশ্বিক করোনা পরিস্থিতির কারণে স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যাহত হওয়ায় লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি। প্রকল্পের বর্ণনা নিম্নে তুলে ধরা হল:

১। **প্রকল্প: আত্মনির্ভরশীল প্রকল্প-১, আড়াইহাজার সদর শাখা**

ঠিকানা: পোস্ট + থানা আড়াইহাজার, জেলা: নারায়ণগঞ্জ

কর্মী: পুরুষ: ৩, মহিলা: ২, মোট= ২ জন

উপকারভোগী: মহিলা: ১৫৯৭, পুরুষ: ১৫০২, মোট= ৩০৯৯ জন

প্রকল্পের উদ্দেশ্য: এলাকার জনগণের মূল পেশা হচ্ছে, পাওয়ার লুম (মেশিনচালিত তাঁত) ও হ্যান্ড লুম (হস্তচালিত তাঁত) চালানো, মুড়ি ও মুরকি বানানো। অত্র এলাকার অসহায়, দরিদ্র, বিধবা, অধিকার বঞ্চিত নারীদের একএিত করে সমিতি গঠনের মাধ্যমে তাদের আর্থ-সামাজিক দিক দিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা, কর্ম সংস্থান সৃষ্টি এবং পরিবারের আয় বৃদ্ধির করার লক্ষ্যে সহজ শর্তে ঋণ সহযোগিতা প্রদান করা।

কার্যক্রম	বার্ষিক লক্ষ্য	বার্ষিক অর্জন	শতকরা হার %	সর্বমোট
সমিতি গঠন	৫০	৪৫	৯০	৪৫

সদস্য	৯০০	৮২০	৯১	৮১৬
সঞ্চয় আদায়	৩২,৩৩৬০০	১৯৬৫৩২৬	৬১	৪৩,৪৯,৯৮৭
মোট কিস্তি আদায়	১৯২৬৩৬৪০	১০০৩৭৯৬৫	৫২	১৭,৩৩,২৪,৯৮৯
ঋণ বিতরণ	২১৫৫০০০০	১০৪৭৩০০০	৪৯	১৮,০৬,৩৩,০০০
ঋণেরস্থিতি	-	৭০৯১৫০৪	-	৭৩,০৮,০১১
সঞ্চয়স্থিতি (এসএসডিসহ)	-	৪৩৯৩১৩৪	-	৩,৮৪,৩৮৭

২। **প্রকল্প: আত্মনির্ভরশীল প্রকল্প-০২**

ঠিকানা: নারায়ণতলা, সুনামগঞ্জ।

কর্মী: পুরুষ ৪, মহিলা ২, মোট= ৬ জন

উপকারভোগী: মহিলা: ৯৮৮, পুরুষ: ৭৮৮, মোট= ১৭৭৬ জন

প্রকল্পের উদ্দেশ্য: এলাকার জনগণের মূল পেশা হচ্ছে, কৃষি কাজ ও পাহাড় থেকে পাথর সংগ্রহ করা। অত্র এলাকার অসহায়, দরিদ্র, বিধবা, অধিকার বঞ্চিত নারীদের একত্রিত করে সমিতি গঠনের মাধ্যমে তাদের আর্থ-সামাজিক দিক দিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা, কর্ম সংস্থান সৃষ্টি এবং পরিবারের আয় বৃদ্ধির করার লক্ষ্যে সহজ শর্তে ঋণ সহযোগিতা প্রদান করা।

কার্যক্রম	বার্ষিক লক্ষ্য	বার্ষিক অর্জন	শতকরা হার (%)	সর্বমোট
সমিতি গঠন	-	-	০০	৬১
সদস্য	১০০	৭৪	৭৪	৮৮৬
সঞ্চয় আদায়	২৫২০০০০	১৮,০২,৪৭১	৭২	৪২,৮৮,১৯৯
মোট কিস্তি আদায়	২১৪৮৫০০০	১,১৬,৯৪,৮৩০	৫৪	১৫,২৫,৯৭,৪৭২
ঋণ বিতরণ	২২২০০০০০	১,২২,১৭,০০০	৫৫	১৬,৩৪,৬৭,০০০
ঋণেরস্থিতি	-	১,০৬,৩৩,৭৭৮	-	১,০৪,৯১,৬০৯
সঞ্চয়স্থিতি (এসএসডিসহ)	-	৪১,৬০,৮৯৮	-	০০

৩। **প্রকল্প: আত্মনির্ভরশীল প্রকল্প-৩**

ঠিকানা: সদাসদি, আড়াইহাজার, নারায়নগঞ্জ।

কর্মী: পুরুষ: ৪, মহিলা: ২= মোট ৬ জন

উপকারভোগী: মহিলা: ১০২৭, পুরুষ: ১০২০, মোট= ১১২৯ জন

প্রকল্পের উদ্দেশ্য: এলাকার জনগণের মূল পেশা হচ্ছে, পাওয়ার লুম ও হ্যান্ড লুম চালানো, মুড়ি ও মুরকি বানানো। অত্র এলাকার অসহায়,দরিদ্র, বিধবা, অধিকার বঞ্চিত নারীদের একত্রিত করে সমিতি গঠনের মাধ্যমে তাদের আর্থ-সামাজিক দিক দিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা, কর্ম সংস্থান সৃষ্টি এবং পরিবারের আয় বৃদ্ধির করার লক্ষ্যে সহজ শর্তে ঋণ সহযোগিতা প্রদান করা।

কার্যক্রম	বার্ষিক লক্ষ্য	বার্ষিক অর্জন	শতকরা হার (%)	সর্বমোট
সমিতি গঠন	-	-	০০	৭২
সদস্য	১,২০০	১,১২৯	৯০	১,১৩১
সঞ্চয় আদায়	২৩,১৫,০০০	১৫,৩৫,৮৭৪	৬৬	৩৮,৭৬,৪৭০
মোট কিস্তি আদায়	১,৪৬,৭৭,৯৩৮	৯০,৩১,৭৬০	৪৮	২৩,৪৪,৩২,৫৭৩
ঋণ বিতরণ	২,১১,১০,০০০	৯১,০৯,০০০	৪৩	২৪,৪৪,৪৪,০০০

ঋণেরস্থিতি	১,৩০,০০,০০০	১,১১,৮৮,৫০২	৮৬	১,০০,১১,৪২৭
সঞ্চয়স্থিতি (এসএসডিসহ)	৫৩,৭৩,৫০০	৪৭,৭৩,০২৬	৮৯	৭,৫৩,৩৮৬

রহিমা বেগমের স্বাবলম্বিতার কাহিনী

মিসেস রহিমা বেগম, বয়স ৪২ বছর, সে কান্দাপাড়া গ্রামের বাসিন্দা, পৌরসভা- গোপালদী, উপজেলা-আড়াইহাজার ও জেলা-নারায়নগঞ্জ। একদিন তিনি পাশের গ্রামে গিয়ে দেখেন বিএএসডি থেকে লোন নিয়ে কিছু মহিলারা তাদের অভাব মিটিয়েছেন। কেউ হাঁসমুরগি পালন করছেন, কেউবা মুদির দোকান দিয়েছেন আবার কেউ কৃষিকাজ করে স্বাবলম্বী হচ্ছেন। তাই দেখে সেও স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন কারণ তিনি খুব অভাবের মধ্যে দিন কাটাতেন।

তার স্বামী ছিলেন একজন দিনমজুর, তার একার আয়েই সংস্বার চলত। কোন দিন খাবার জুটতো, আবার কোনদিন জুটতো না। তাই সেও নিজ পাড়ায় কয়েকজন মহিলা নিয়ে "দোয়েল মহিলা সমিতি" নামে একটি সমিতি গঠন করলেন এবং নিয়মিত সেখানে টাকা জমাতে লাগলেন। কিছুদিন পর তিনি সেই সমিতি থেকে প্রথমে ২০,০০০/- টাকা ঋণ নিয়ে ১টি গাভী পালন শুরু করলেন। প্রথম ঋণ পরিশোধ করে তিনি পর্যায়ক্রমে ৩০,০০০/-, ৪০,০০০/-, ৫৫,০০০/- ৭০,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। বর্তমানে তিনি ৭ টি গাভী নিয়ে একটি খামার গড়ে তুলেছেন। এখন তিনি যা আয় করেন তা দিয়ে তার পরিবারের খরচ মিটানোসহ ২ মেয়েকে লেখাপড়া করাচ্ছেন, মেয়েরা পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ে, বড় ২ টি মেয়েকে ভাল পরিবারে বিয়ে দিয়েছেন। তার পরিবারের অভাব মিটেছে, তার স্বামী এখন তার কাজে সাহায্য করেন। পরিবার নিয়ে সুখে জীবন যাপন করছেন। ভবিষ্যতে তার এই খামারটিকে তিনি আরো বড় করতে চান। এই স্বাবলম্বিতার জন্য তিনি ও তার পরিবার বিএএসডি এর প্রতি কৃতজ্ঞ।

৪। প্রকল্প নাম: আত্মনির্ভরশীল প্রকল্প-৪

ঠিকানা: ইউনিয়ন: সাইটুলা, উপজেলা: শ্রীমঙ্গল, জেলা: মৌলভিবাজার

কর্মী: পুরুষ: ৪, মহিলা: ১, মোট = ৫ জন

উপকারভোগী: শিশু: ১৫১০, মহিলা:-৮১৪, পুরুষ: ১১১, মোট= ২৪৩৫ জন

প্রকল্পের উদ্দেশ্য: এলাকার জনগণ মূলত: চা-শ্রমিক। এলাকার অসহায়, দরিদ্র, বিধবা, অধিকার বঞ্চিত নারীদের একত্রিত করে সমিতি গঠনের মাধ্যমে তাদের আর্থ-সামাজিক দিক দিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা, কর্ম সংস্থান সৃষ্টি এবং পরিবারের আয় বৃদ্ধির করার লক্ষ্যে সহজ শর্তে ঋণ সহযোগিতা প্রদান করা।

কার্যক্রম	বার্ষিক লক্ষ্য	বার্ষিক অর্জন	শতকরা হার %	সর্বমোট
সমিতি গঠন	৫	২	৪০	৫১
সদস্য	২৪০	৫০	২১	৯০৪
সঞ্চয় আদায়	২০,১০,০০০	১৬,৩৬,১২৬	৮১	১৬,৩৬,১২৬
মোট কিস্তি আদায়	১,২৭,২০,০০০	১,০০,৪৮,৮২৭	৭৯	১,০০,৪৮,৮২৭
ঋণ বিতরণ	১,৪১,৯০,০০০	১,১০,৯২,০০০	৭৮	১,১০,৯২,০০০
ঋণেরস্থিতি	৭৩,৫৪,৯৬৮	০	০	৭৩,৫৪,৯৬৮
সঞ্চয়স্থিতি (এসএসডিসহ)	৪১,৮১,৬৬১	০	০	৪১,৮১,৬৬১

৫। প্রকল্প নাম: আত্মনির্ভরশীল প্রকল্প- ৫, সূতারখালী শাখা

ঠিকানা: গ্রাম: কৈলাশগঞ্জ, পোস্ট: রামনগর, উপজেলা: দাকোপ, জেলা: খুলনা।

কর্মী: পুরুষ: ২, মহিলা: ২, মোট= ৪ জন

উপকারভোগী: শিশু: ৮৫০, মহিলা: ৯৩৫, পুরুষ: ১১২৭, মোট= ২৯১২ জন

প্রকল্পের উদ্দেশ্য: এলাকার জনগণের মূল পেশা হলো চিংড়ি ও মাছ, কাকড়া চাষ ও সবজি চাষ ও মধু সংগ্রহ করা। অত্র এলাকার অসহায়,দরিদ্র, বিধবা, অধিকার বঞ্চিত নারীদের একত্রিত করে সমিতি গঠনের মাধ্যমে তাদের আর্থ-সামাজিক দিক দিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা, কর্ম সংস্থান সৃষ্টি এবং পরিবারের আয় বৃদ্ধির করার লক্ষ্যে সহজ শর্তে ঋণ সহযোগিতা প্রদান করা।

কার্যক্রম	বার্ষিক লক্ষ্য	বার্ষিক অর্জন	শতকরা হার %	সর্বমোট
সমিতি গঠন	৪	২	৫০	৩৫
সদস্য	১০০	৫০	৫০	৬৪৬
সঞ্চয় আদায়	৬৪৫০০০	৪৯৯০০১	৭৭	২৪,৫৬,১৩৭
মোট কিস্তি আদায়	৭০৪৯৮৯৪	৫৭৭৬৬৫৮	৮২	৩,০৮,৭৩,৪১৪
ঋণ বিতরণ	৮০০০০০০	৬০৯৫০০০	৭৬	৩,৪৫,৪৩,০০০
ঋণেরস্থিতি	৫০৬০৫০০	৩৫৮৯২২৩	৭১	৩৬,৬৯,৫৮৬
সঞ্চয়স্থিতি (এসএসডিসহ)	৩৫০৪০০০	২৪৫৭৮০৭	৭০	০

স্বাবলম্বী পুষ্প রপ্তানের কথা

খুলনা জেলার দাকোপ উপজেলার সূতারখালী ইউনিয়নের রামনগর গ্রামের প্রান্তিক চাষী পুষ্প রপ্তান, বয়স ২৫ বছর। পরিবারে একটি ছেলে, স্বামী-স্ত্রী, শ্বশুর-শ্বাশুড়ি মিলে মোট ৫ জন সদস্য। তাদের একটি বসত ভিটা ও পৈত্রিক সূত্রে চাষাবাদের জন্য দেড় বিঘা জমি রয়েছে। তার স্বামী ও সে দিন মজুরের কাজ করতেন. কাজ না করলে তাদের সংসার চলতো না।

পুষ্প তার পারিবারিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য বিগত ২৬/১২/২০১৫ তারিখে বিএএসডি এর 'রজনীগন্ধা মহিলা সমিতি' তে সদস্যপদ গ্রহণ করেন এবং সমিতি থেকে প্রথম ঋণ নেন ১০,০০০/- টাকা। সেই টাকা দিয়ে তাদের জমিতে পুকুর কাটেন এবং মৎস্য চাষ শুরু করেন। পুষ্প অন্যের জমিতে কৃষি কাজ করে বেশ অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন। তাই পুকুরের পাশে তিনি জৈব সবজি চাষ করেন। পুষ্প তার উৎপাদিত সবজি ও মাছ দিয়ে পরিবারের চাহিদা মিটিয়ে অতিরিক্ত সবজি ও মাছ বাজারে বিক্রি করেন। জৈব সবজি হওয়ায় বাজারে তার সবজির চাহিদা বেশি। পরবর্তী ঋণের ১৫,০০০/- টাকা দিয়ে তার স্বামীকে একটি ভ্যান কিনে দেন। তার স্বামী এই ভ্যান দিয়ে তার কাজে সাহায্য করেন এবং অন্য সময় ভাড়া চালায়। এই ভাবে স্বামী ও স্ত্রীর কঠোর পরিশ্রমে পরিবারের অভাব দূর হয়েছে। তারা এখন স্বাবলম্বী, এখন আর কারো কাছে হাত পাততে হয়না। পুষ্প এবং তার পরিবারের সদস্যবৃন্দ বিএএসডি এর নিকট কৃতজ্ঞ।

গ) ইকোভিলেজ ও পারমাকালচার গ্রাম:

জলবায়ুর পেক্ষাপটে বাংলাদেশ অতি ঝুঁকিপূর্ণ দেশের একটি। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণ জনগণের জানমাল রক্ষা করার জন্য বিএএসডি বিভিন্ন উদ্দ্যোগ গ্রহণ করেছে, যেমন-দাকোপ ও মোংলাতে ৮৫ টি ইকোভিলেজের কার্যক্রম চলছে, পাশাপাশি সহযোগী সংস্থা ওয়ার্ল্ড ভিশনের মাধ্যমে ভবিষ্যতে ২৫০০ গ্রাম ইকোভিলেজে রূপান্তরের লক্ষ্যে কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করে যাচ্ছে। এছাড়া, আরো বেশ কয়েকটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আরো ১০০০ এর অধিক গ্রাম রূপান্তরের লক্ষ্যে আলোচনা ও কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। বিশেষ উল্লেখ্য, উক্ত ইকোভিলেজের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হলো, প্রত্যেক সদস্য পারমাকালচার ডিজাইন বা টেকসই কৃষি বাস্তবায়ন করবে, যার আনুমানিক সদস্য সংখ্যা হবে প্রায় ১ লক্ষ পরিবার।

ঘ) **নেটওয়ার্কঃ**

বিএএসডি নিম্নের নেটওয়ার্কগুলোর সাথে যুক্তঃ

a. Climate Change Mitigation and Adaptation Network (C-MAN)
b. Global Ecovillage Network Oceania and Asia (GENOA)
c. Global Ecovillage Network (GEN)
d. Gaia Education, Scotland
e. Disadvantage Adolescents Working NGOs (DAWN)
f. Credit and Development Forum

ঙ) **সভাঃ**

এ বছরে বিএএসডি বোর্ড সদস্যদের সভা অনুষ্ঠিত হয়ঃ

কার্যকরী পরিষদের সভা =৬ টি

সাব-কমিটির সভা = ১ টি

জরুরি সভা= ২ টি

সাধারণ পরিষদের সভা = ১ টি

মোট= ১০ টি

চ) **অর্থনৈতিক প্রতিবেদনঃ**

জুলাই, ২০২০ থেকে জুন ২০২১ অর্থবছরের অর্থনৈতিক প্রতিবেদন সাথে যুক্ত করা হলো।

উপসংহারঃ

বিএএসডি এর প্রকল্পগুলি সবই দেশের প্রত্যন্ত এলাকায় অবস্থিত। বৈশ্বিক করোনা পরিস্থিতির মধ্যে কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে বেশ কিছু অসুবিধার সম্মুখীন হলেও বিএএসডি থেমে থাকেনি, সেগুলি সমাধান করে এলাকার নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত এবং বেকার/দিন মজুরদের স্বাবলম্বী করার জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সক্ষমতার উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। বৈশ্বিক করোনা পরিস্থিতি হতে মানুষ রক্ষা, রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী যেন নিজেরা বাগান করে সবজি উৎপাদন করতে পারে, পাশাপাশি সাইক্লোনের আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের পাশে দাঁড়ানো এবং মাইক্রোক্রেডিট প্রজেক্টের মাধ্যমে দরিদ্র শ্রেণীকে আত্ম-নির্ভরশীল করে জীবনে সংগ্রাম করে বেচেঁ থাকতে শিখিয়েছে। সার্বিকভাবে বিএএসডি, সরকারী-বেসরকারী ও দেশী-বিদেশী সংস্থা ও সরকারের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে উত্তরোত্তর উন্নতির পথে এগিয়ে যাচ্ছে। বৈশ্বিক করোনা পরিস্থিতির মধ্যেও দীর্ঘ একটি বছর আর্থিক সহায়তা ও সুপরামর্শ দিয়ে পাশে থাকার জন্য দাতাগোষ্ঠী, Tearfund Australia এবং LUSH Limited, UK, Microkrediet Voor Moeders, Netherland, প্রতি বিএএসডি ভীষণভাবে কৃতজ্ঞ। তাছাড়া, সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সমূহের প্রতি কৃতজ্ঞ তাদের সহযোগিকতার জন্য। তাছাড়া, বিএএসডিরউন্নয়ন সংগঠনসমূহের সদস্যদের প্রতি এবং সকল কর্মীবৃন্দর প্রতি কৃতজ্ঞ, কেননা তাদের অক্লান্ত পরিশ্রম প্রকল্পসমূহের লক্ষ্য অর্জনে বিশেষ অবদান রেখেছে। সর্বোপরি নির্বাহী কমিটির কাছে বিএএসডি কৃতজ্ঞ তাদের সুষ্ঠু পরিচালনা ও দিক নির্দেশনার জন্য।